১৩২ আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ॥০
১৩২।১এ জলযোগ ১৲
১৩২।১বি পাইওনিয়ার স্টু কো ।০
১৩২।৩এ টি, পি, দাস এণ্ড কোং ।০
১৩৩ দত্ত বেকারী ॥০
" অরফ্যান টি সিণ্ডিকেট ১৲
" প্যারাডাইজ আর্ট গ্যালারী ৷০
" রাম ভরত ॥০
১৩৪ ক্যালকাটা ষ্টোর্স এজেন্সি ।০
" শ্যাম বাজার ইলেঃ এজেন্সী ।০
১৩৪।১এ প্রভা ষ্টোর্স ।০
১৩৪।২ সাইট হোম ।০
১৩৪।৩এ ঘোষ এণ্ড কোং ॥০
১৩৬।৩বি দরবেশ ষ্টোর্স ।০
১৩৭এ ন্যাশনাল ভ্যারাইটি ষ্টোর্স ২৲
১৩৭।১ জিতু ।০

১৩৭।১এ বসন্ত মাইতি ১
" দেওশরণ ০
" আকুল সাউ ॥০
" তারকেশ্বর মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
" নারায়ণ সাউ ১
১৩৮।১ শয্যা শ্রী ০
১৩৯ বি মানিক লাল শীল
১৪১ আলেক হোসিয়ারী ০
" বিমল ব্রাদার্স ।০

কাঁটাপুকুর লেন

৫।১এ উমারাণী মিত্র ১৲
" দীপঙ্কর মিত্র ৷০

কীর্ত্তি মিত্র লেন

৮।১বি সুকুমার দত্ত ১০৲

কৃষ্ণরাম বসু ষ্ট্রীট

১।১বি এস, সি, বসু ১৲

রাধা ফিল্মসের
পৌরাণিক চিত্রগাথা

সাবিত্রী সত্যবান

পরিচালনা—দিলীপ মুখার্জ্জী
ছায়াবাণীর পরিবেশনা

১।৩ মন্মথনাথ দাস ॥০
৬ বাদল ঘোষ ।০
" কল্পতা বসু ১৲
১০এ কমল কৃষ্ণ নাগ ১৲
১০সি কমল কৃষ্ণ বসু মল্লিক ১৲
১১ ডাঃ এইচ, পি, ভট্টাচার্য্য ১৲
১৪ শ্যামসুন্দর পাল ॥০
১৫ নন্দ ব্যানার্জ্জি ।০
১৯ শিবনাথ মিত্র ১৲
২৩ ধীরেন ঘোষ ॥০
২৪ ১ যোগেশ্বর বাবু ১৲
২৫ এন, সি, দত্ত ১৲

গোপাল বিশ্বাস লেন

এ সুশীল মিত্র ১৲
২সি ফণীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী ॥০
২ রমেশ নিয়োগী ॥০
৬ সুনীত প্রকাশ কর ১৲

৮ ১ শশীভূষণ দাস ।০

চৌধুরী লেন

৩ কালী চরণ দে ১৲
৪ মানিক চক্রবর্ত্তী ১৲
৫এ গোবিন্দ দত্ত ॥০
৮এ অজিত চক্রবর্ত্তী ১৲
৮বি এম, বি, রায় ১৲
১২ শরৎ চ্যাটার্জ্জি ১৲
১৪ রবীন দাস ১৲
" গোবর্দ্ধন গুপ্ত ॥০
২০।১ ১বি আশুতোষ চ্যাটার্জ্জি ২৲
২৭ সমর সেন ১৲
২৭ ১ সারদা চৌধুরী ২৲
২৯।১।১বি কৃষ্ণপদ ঘোষ ॥০
" বিষ্ণুপদ ঘোষ ॥০
৩০এ ধীরেন ব্যানার্জ্জি ॥০
" সনৎ মিত্র ॥০
৩০বি শীতেশ কর ১৲

সন্ধ্যাবাণী—বিকাশ রায় অভিনীত
১৯৫৪ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টি
ছায়াচিত্র পরিষদের

শুভ যাত্রা

পরিচালনা— চিত্ত বসু   পরিবেশনা—ছায়াবাণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

বিচিত্রিতা

প্রথম সংস্করণ (১১০০)—শ্রাবণ, ১৩৪০

মূল্য ৩৲
~~নানারকম ডায়রার বাঁধাই~~

শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস কর্ত্তৃক
ইউ রায় এণ্ড সন্স প্রেস, ১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত

আশীর্ব্বাদ

পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি
সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ।

নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা,
জন্ম-আগে তাহার জলে তোমার স্নান সারা।
অঞ্জন সে কী মধুরাতে
লাগালো কে যে নয়নপাতে,
সৃষ্টি-করা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখিতারা॥

এনেছে তব জন্মডালা অজর ফুলরাজি,
রূপের লীলা-লিখন-ভরা পারিজাতের সাজি।
অপ্সরীর নৃত্যগুলি
তুলির মুখে এনেছ তুলি',
রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সুরে বাজি'॥

যে মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে
কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে,
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে
রঙীন উপহাসি যে হাসে
রং-জাগানো সোনার কাঠি সেই ছোঁয়ালো ভালে॥

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইসারা করে কত,
তুমিও তা'রে ইসারা দাও আপন মনোমত।
বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তব আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইসারা অবিরত ॥

ছবির 'পরে পেয়েছ তুমি রবির বরাভয়,
ধূপছায়ার চপল মায়া করেছ তুমি জয়।
তব আঁকন-পটের 'পরে
জানি গো চিরদিনের তরে
নটরাজের জটার রেখা জড়িত হ'য়ে রয় ॥

চির-বালক ভুবনছবি আঁকিয়া খেলা করে।
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা 'পরে ॥

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালক-জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তা'র ভাষায় ডোবা,—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তা'রে, ছুটেচে মন তোমার পথে যেতে ॥

বিচিত্রিতা

বিষয় সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠা

চিত্র সূচী

পুষ্প

পুষ্প

পুষ্প ছিল বৃক্ষশাখে হে নারী, তোমার অপেক্ষায়
পল্লবচ্ছায়ায়।
তোমার নিশ্বাস তারে লেগে
অন্তরে সে উঠিয়াছে জেগে,
মুখে তব কী দেখিতে পায়॥

সে কহিছে, বহু পূর্ব্বে তুমি আমি কবে এক সাথে
আদিম প্রভাতে
প্রথম আলোকে জেগে উঠি'
এক ছন্দে বাঁধা রাখী দু'টি
দু'জনে পরিনু হাতে হাতে॥

আধো আলো অন্ধকারে উড়ে এনু মোরা পাশে পাশে
প্রাণের বাতাসে।
একদিন কবে কোন্ মোহে
দুই পথে চ'লে গেনু দোঁহে,
আমাদের মাটির আবাসে॥

বিচিত্রিতা

বারে বারে বনে বনে জন্ম লই নব নব বেশে
নব নব দেশে।
যুগে যুগে রূপে রূপান্তরে
ফিরিনু সে কী সন্ধান তরে
সৃজনের নিগূঢ় উদ্দেশে॥

অবশেষে দেখিলাম কত জন্মপরে নাহি জানি
ওই মুখখানি।
বুঝিলাম আমি আজো আছি
প্রথমের সেই কাছাকাছি,
তুমি পেলে চরমের বাণী॥

তোমার আমার দেহে আদি ছন্দ আছে অনাবিল
আমাদের মিল।
তোমার আমার মর্ম্মতলে
একটি সে মূল সুর চলে,
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল॥

কী যে বলে সেই সুর, কোন্‌দিকে তাহার প্রত্যাশা,
জানি নাই ভাষা।
আজ সখি বুঝিলাম আমি,
সুন্দর আমাতে আছে থামি',
তোমাতে সে হোলো ভালোবাসা॥

বধূ

বধূ

যে চির-বধূর বাস তরুণীর প্রাণে
সেই ভীরু চেয়ে আছে ভবিষ্যৎ পানে
অনাগত অনিশ্চিত ভাগ্য-বিধাতার
সাজায়ে পূজার ডালি।
কল্পমূর্ত্তি তার
প্রতিষ্ঠা করেছে মনে।
যাহারে দেখেনি
একান্তে স্মরিয়া তারে সুনিপুণ বেণী
কুসুমে খচিত করি' তুলে।
সযতনে
পরে নীলাম্বরী সাড়ি।
নিভৃতে দর্পণে
দেখে আপনার মুখ।
শুধায় সভয়ে
হবো কি মনের মতো, পাবো কি হৃদয়ে
সৌভাগ্য আসন।
কোন্ দূরের কল্যাণে
সঁপিছে করুণ ভক্তি দেবতার ধ্যানে।
আগন্তুক অজানার পথপানে থেমে
উদ্দেশে নিজেরে সঁপে আগামিক প্রেমে॥

অচেনা

তোমারে আমি কখনো চিনিনাকো,
লুকানো নহো, তবু লুকানো থাকো।
ছবির মতো ভাবনা পরশিয়া
একটু আছ মনেরে হরষিয়া॥

অনেক দিন দিয়েছ তুমি দেখা,
বসেছ পাশে, তবুও আমি একা।
আমার কাছে রহিলে বিদেশিনী,
লইলে শুধু নয়ন মন জিনি'॥

বেদনা কিছু আছে বা তব মনে,
সে ব্যথা ঢাকে তোমারে আবরণে।
শূন্য পানে চাহিয়া থাকো তুমি
নিঃশ্বসিয়া উঠে কানন ভূমি॥

মৌন তব কী কথা বলে বুঝি,
অর্থ তারি বেড়াই মনে খুঁজি'।
চলিয়া যাও তখন মনে বাজে
চিনি না আমি, তোমারে চিনি না যে
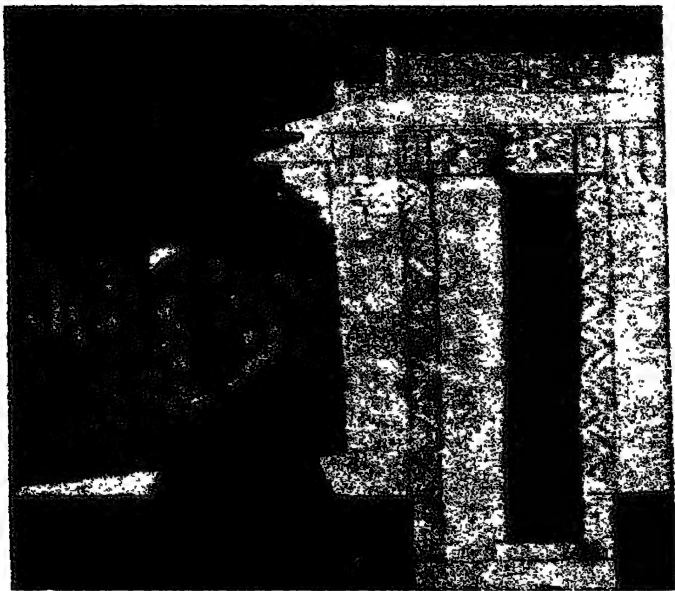
অচেনা

পসারিণী

পসারিণী, ওগো পসারিণী,
কেটেছে সকালবেলা হাটে হাটে ল'য়ে বিকি-কিনি।
ঘরে ফিরিবার খনে
কী জানি কী হোলো মনে
বসিলি গাছের ছায়াতলে,
লাভের জমানো কড়ি
ডালায় রহিল পড়ি',
ভাবনা কোথায় ধেয়ে চলে॥

এই মাঠ, এই রাঙা ধূলি,
অঘ্রাণের রৌদ্রলাগা চিক্কণ কাঁঠাল পাতাগুলি,
শীত বাতাসের শ্বাসে
এই শিহরণ ঘাসে,
কী কথা কহিল তোর কানে।
বহুদূর নদীজলে
আলোকের রেখা ঝলে,
ধ্যানে তোর কোন্ মন্ত্র আনে॥

সৃষ্টির প্রথম স্মৃতি হোতে
সহসা আদিম স্পন্দ সঞ্চরিল তোর রক্তস্রোতে
তাই এ তরুতে তৃণে
প্রাণ আপনারে চিনে
হেমন্তের মধ্যাহ্নের বেলা,—
মৃত্তিকার খেলাঘরে
কত যুগ-যুগান্তরে
হিরণে হরিতে তোর খেলা ॥

নিরালা মাঠের মাঝে বসি'
সাম্প্রতের আবরণ মন হ'তে গেল দ্রুত খসি'
আলোকে আকাশে মিলে
যে-নটন এ নিখিলে
দেখো তাই আঁখির সম্মুখে,
বিরাট কালের মাঝে
যে ওঙ্কারধ্বনি বাজে
গুঞ্জরি' উঠিল তোর বুকে ॥

যত ছিল ত্বরিত আহ্বান
পরিচিত সংসারের দিগন্তে হয়েছে অবসান।
বেলা কত হোলো, তার
বার্ত্তা নাহি চারিধার,
না কোথাও কর্ম্মের আভাস।
শব্দহীনতার স্বরে
খররৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে,
শূন্যতার উঠে দীর্ঘশ্বাস ॥

পসারিণী, ওগো পসারিণী,
ক্ষণকাল তরে আজি ভুলে গেলি যত বিকি-কিনি।
কোথা হাট, কোথা ঘাট,
কোথা ঘর, কোথা বাট,
মুখর দিনের কলকথা,
অনন্তের বাণী আনে
সর্ব্বাঙ্গে সকল প্রাণে
বৈরাগ্যের স্তব্ধ ব্যাকুলতা॥

গোয়ালিনী

হাটেতে চলো পথের বাঁকে বাঁকে
হে গোয়ালিনী, শিশুরে নিয়ে কাঁখে।
হাটের সাথে ঘরের সাথে
বেঁধেছ ডোর আপন হাতে
পরুষ কল-কোলাহলের ফাঁকে॥

হাটের পথে জানিনা কোন্ ভুলে
কৃষ্ণকলি উঠিছে ভরি' ফুলে।
কেনাবেচার বাহনগুলা
যতই কেন উড়াক ধূলা
তোমারি মিল সে ঐ তরুমূলে॥

শালিখ পাখী আহার-কণা আশে
মাঠের 'পরে চরিছে ঘাসে ঘাসে।
আকাশ হোতে প্রভাত রবি
দেখিছে সেই প্রাণের ছবি,
তোমারে আর তাহারে দেখে হাসে॥

মায়েতে আর শিশুতে দোঁহে মিলে'
ভিড়ের মাঝে চলেছ নিরিবিলে।
দুধের ভাঁড়ে মায়ের প্রাণ
মাধুরী তার করিল দান,
লোভের ভালে স্নেহের ছোঁওয়া দিলে॥

গোয়ালিনী

কুমার

কুমার, তোমার প্রতীক্ষা করে নারী,
অভিষেকতরে এনেছে তীর্থবারি।
সাজাবে অঙ্গ উজ্জ্বল বরবেশে
জয়মাল্য-যে পরাবে তোমার কেশে,
বরণ করিবে তোমারে, সে উদ্দেশে
দাঁড়ায়েছে সারি সারি ॥

দৈত্যের হাতে স্বর্গের পরাভবে
বারে বারে বীর, জাগো ভয়ার্ত্ত ভবে।
ভাই ব'লে তাই নারী করে আহ্বান,
তোমারে রমণী পেতে চাহে সন্তান,
প্রিয় ব'লে গলে করিবে মাল্য দান
আনন্দে গৌরবে ॥

হেরো, জাগে সে যে রাতের প্রহর গণি',
তোমার বিজয়-শঙ্খ উঠুক্ ধ্বনি'।
গর্জ্জিত তব তর্জ্জন-ধিক্কারে
লজ্জিত করো কুৎসিত ভীরুতারে,
মন্দ্রিত হোক্ বন্দীশালার দ্বারে
মুক্তির জাগরণী ॥

তুমি এসে যদি পাশে নাহি দাও স্থান
হে কিশোর, তাহে নারীর অসম্মান।
তব কল্যাণে কুঙ্কুম তার ভালে,
তব প্রাঙ্গণে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালে,
তব বন্দনে সাজায় পূজার থালে
প্রাণের শ্রেষ্ঠ দান॥

তুমি নাই, মিছে বসন্ত আসে বনে
বিরহ-বিকল চঞ্চল সমীরণে।
দুর্ব্বল মোহ কেন আয়োজন করে
যেথা অরাজক হিয়া লজ্জায় মরে,
ঐ ডাকে, রাজা, এসো এ শূন্য ঘরে
হৃদয় সিংহাসনে॥

চেয়ে আছে নারী, প্রদীপ হয়েছে জ্বালা,
বিফল কোরো না বীরের বরণ ডালা।
মিলন লগ্ন বারে বারে ফিরে যায়
বরসজ্জার ব্যর্থতা বেদনায়,
মনে মনে সদা ব্যথিত কল্পনায়
তোমারে পরায় মালা॥

তব রথ তারা স্বপ্নে দেখিছে জেগে,
ছুটিছে অশ্ব বিদ্যুৎ-কষা লেগে।
ঘুরিছে চক্র বহ্নি-বরণ সে যে,
উঠিছে শূন্যে ঘর্ঘর তার বেজে,
প্রোজ্জ্বল চূড়া প্রভাত সূর্য্যতেজে,
ধ্বজা রঞ্জিত রাঙা সন্ধ্যার মেঘে।

কুমার

উদ্দেশহীন দুর্গম কোন্‌খানে
চলো দুঃসহ দুঃসাহসের টানে।
দিল আহ্বান আলস-নিদ্রা-নাশা
উদয়কূলের শৈলমূলের বাসা,
অমরালোকের নব আলোকের ভাষা
দীপ্ত হয়েছে দৃপ্ত তোমার প্রাণে॥

অদূরে সুনীল সাগরে ঊর্ম্মিরাশি
উত্তালবেগে উঠিছে সমুচ্ছ্বাসি'।
পথিক ঝটিকা রুদ্রের অভিসারে
উধাও ছুটিছে সীমা-সমুদ্রপারে,
উল্লোল কল-গর্জ্জিত পারাবারে
ফেন-গর্গরে ধ্বনিছে অট্টহাসি।

আত্মলোপের নিত্য নিবিড় কারা,
তুমি উদ্দাম সেই বন্ধনহারা।
কোনো শঙ্কার কার্ম্মুক-টঙ্কারে
পারে না তোমারে বিহ্বল করিবারে,
মৃত্যুর ছায়া ভেদিয়া তিমির পারে
নির্ভয়ে ধাও যেথা জ্বলে ধ্রুবতারা।

চাহে নারী তব রথ-সঙ্গিনী হবে,
তোমার ধনুর তূণ চিহ্নিয়া লবে।
অবারিত পথে আছে আগ্রহ ভরে
তব যাত্রায় আত্মদানের তরে,
গ্রহণ করিয়ো সম্মানে সমাদরে,
জাগ্রত করি' রাখিয়ো শঙ্খরবে

আরশি

তোমার যে ছায়া তুমি দিলে আরশিরে
হাসি মুখ মেজে,
সেইক্ষণে অবিকল সেই ছায়াটিরে
ফিরে দিল সে যে।
রাখিল না কিছু আর,
স্ফটিক সে নির্ব্বিকার,
আকাশের মতো,
সেথা আসে শশী রবি
যায় চলে, তার ছবি
কোথা হয় গত॥

একদিন শুধু মোরে ছায়া দিয়ে, শেষে
সমাপিলে খেলা,
আত্মভোলা বসন্তের উন্মত্ত নিমেষে
শুক্ল সন্ধ্যাবেলা।
সে ছায়া খেলারি ছলে
নিয়েছিনু হিয়াতলে
হেলাভরে হেসে,
ভেবেছিনু চুপে চুপে
ফিরে দিব ছায়ারূপে
তোমারি উদ্দেশে॥

আরশি

সে ছায়া তো ফিরিল না, সে আমার প্রাণে
হোলো প্রাণবান।
দেখি, ধরা প'ড়ে গেল কবে মোর গানে
তোমার সে দান।
যদিবা দেখিতে তারে
পারিতে না চিনিবারে
অয়ি এলোকেশী,
আমার পরাণ পেয়ে
সে আজি তোমারো চেয়ে
বহুগুণে বেশি॥

কেমনে জানিবে তুমি তারে সুর দিয়ে
দিয়েছি মহিমা।
প্রেমের অমৃত স্নানে সে যে অয়ি প্রিয়ে
হারায়েছে সীমা।
তোমার খেয়াল ত্যেজে
পূজার গৌরবে সে যে
পেয়েছে গৌরব।
মর্ত্ত্যের স্বপন ভুলে
অমরাবতীর ফুলে
লভিল সৌরভ॥

দান

হে উষা-তরুণী,
নিশীথের সিন্ধুতীরে নিঃশব্দের মন্ত্রস্বর শুনি'
যেমনি উঠিলে জেগে, দেখিলে তোমার শয্যাশেষে
তোমারি উদ্দেশে
রেখেছে ফুলের ডালি
শিশিরে প্রক্ষালি'
কোন্ মহা অন্ধকারে, যে প্রেমিক প্রচ্ছন্ন সুন্দর
তোমারে দিয়েছে বর।

তোমার অজ্ঞাতে
সুপ্তিঢাকা রাতে,
তব শুভ্র আলোকেরে করিয়া স্মরণ
আগে হ'তে করেছে বরণ।
নিজেরে আড়াল করি'
বর্ণে গন্ধে ভরি'
প্রেমের দিয়েছে পরিচয়
ফুলেরে করিয়া বাণীময়।

দান

মৌনী তুমি মুগ্ধ তুমি স্তব্ধ তুমি চক্ষু ছলোছলো —
কথা কও, বলো কিছু বলো, —
তোমার পাখীর গানে
পাঠাও সে অলক্ষ্যের পানে
প্রতিভাষণের বাণী,
বলো তারে, হে অজানা, জানি আমি জানি,
তুমি ধন্য, তুমি প্রিয়তম —
নিমেষে নিমেষে তুমি চিরন্তন মম॥

হার

শুক্লা একাদশী।
লাজুক রাতের ওড়্না পড়ে খসি'
বটের ছায়াতলে,
নদীর কালো জলে।
দিনের বেলায় কৃপণ কুসুম কুণ্ঠাভরে
যে-গন্ধ তার লুকিয়ে রাখে নিরুদ্ধ অন্তরে
আজ রাতে তার সকল বাধা ঘোচে,
আপন বাণী নিঃশেষিয়া দেয় সে অসঙ্কোচে॥

অনিদ্র কোকিল
দূর শাখাতে মুহুর্মুহু খুঁজতে পাঠায় কুহুগানের মিল।
যেনরে আজ সময় তাহার নাই,
একরাতে আজ এই জীবনের শেষ কথাটি চাই।
ভেবেছিলেম সইবে না আজ লুকিয়ে রাখা
বদ্ধ বাণীর অস্ফুটতায় যে কথা মোর অর্দ্ধাবরণঢাকা।
ভেবেছিলেম বন্দীরে আজ মুক্ত করা সহজ হবে,
ক্ষুদ্র বাধায় দিনে দিনে রুদ্ধ যাহা ছিল অগৌরবে॥

গার
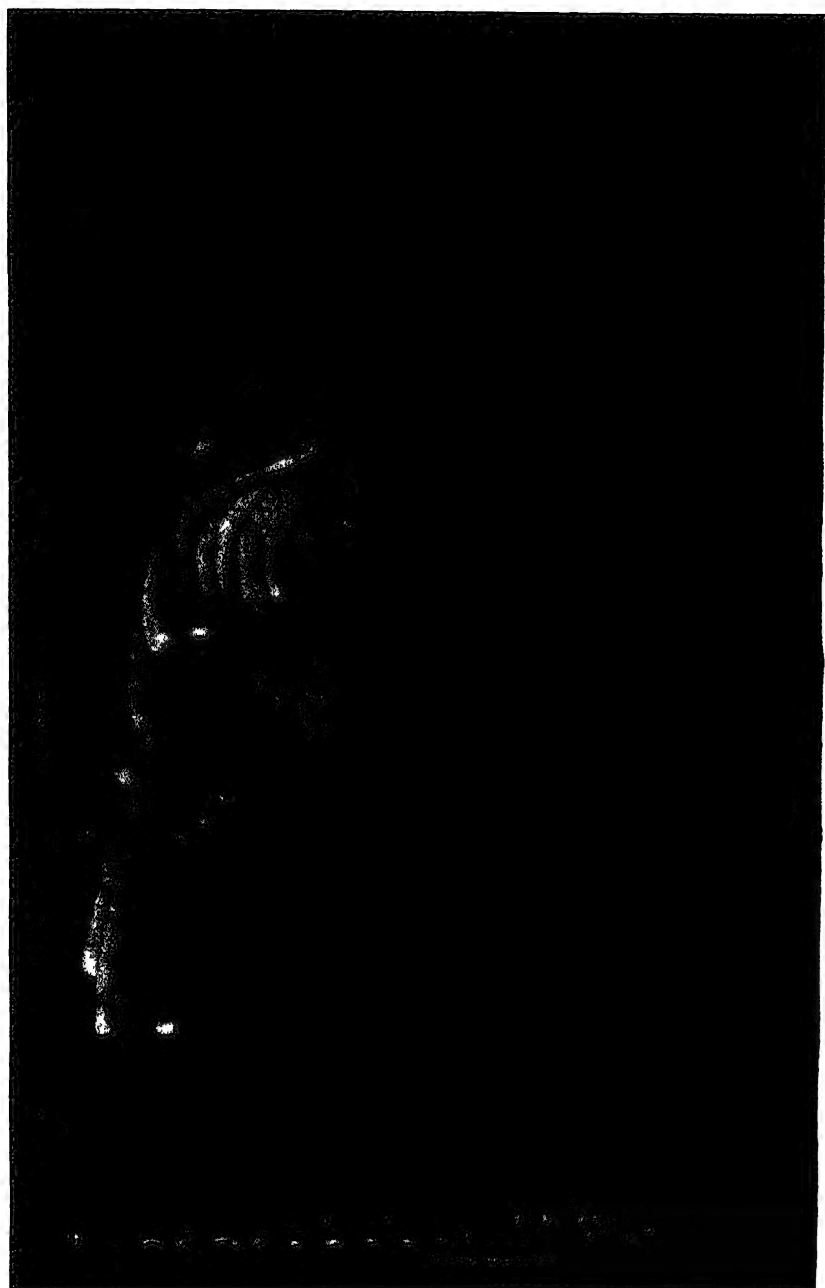
সে যবে আজ এলো ঘরে
জ্যোৎস্নারেখা পড়েছে মোর 'পরে
শিরীষ ডালের ফাঁকে ফাঁকে।
ভেবেছিলেম বলি তাকে —
"দেখো আমায়, জানো আমায়, সত্য ডাকে আমায় ডেকে লহো,
সবার চেয়ে গভীর যাহা নিবিড় ভাষায় সেই কথাটি কহো।
হয়নি মোদের চরম মন্ত্র পড়া,
হয়নি পূর্ণ অভিষেকের তীর্থজলের ঘড়া,
আজ হ'য়ে যাক্ মালাবদল যে মালাটি অসীম রাত্রিদিন
রইবে অমলিন।"

হঠাৎ ব'লে উঠল সে যে, ক্রুদ্ধ নয়ন তার,
গড়ের মাঠে তাদের দলের হার হয়েছে, অন্যায় সেই হার।
বারে বারে ফিরে ফিরে খেলা-হারের গ্লানি
জানিয়ে দিল ক্লান্তি নাহি মানি'।
বাতায়নের সমুখ থেকে চাঁদের আলো নেমে গেল নীচে,
তখনো সেই নিদ্রাবিহীন কোকিল কুহরিছে॥

মরীচিকা

ঐ যে তোমার মানস-প্রজাপতি
ঘরছাড়া সব ভাবনা যত, অলসদিনে কোথা ওদের গতি।
দখিন হাওয়ার সাড়া পেয়ে
চঞ্চলতার পতঙ্গদল ভিতর থেকে বাইরে আসে ধেয়ে।
চেলাঞ্চলে উতল হ'ল তারা,
চক্ষে মেলে চপল পাখা আকাশে পথহারা।
বকুলশাখায় পাখীর হঠাৎ ডাকে
চম্‌কে-যাওয়া চরণ ঘিরে ঘুরে বেড়ায় সাড়ির ঘূর্ণিপাকে।
কাটায় ব্যর্থ বেলা
অঙ্গে অঙ্গে অস্থিরতার চকিত এই খেলা॥

মনে তোমার ফুলফুটানো মায়া
অস্ফুট কোন্ পূর্ব্বরাগের রক্তরঙীন ছায়া।
ঘিরল তারা তোমার চারিপাশে
ইঙ্গিতে আভাসে
ক্ষণে ক্ষণে চমকে ঝলকে।
তোমার অলকে
দোলা দিয়ে বিনা ভাষায় আলাপ করে কানে কানে,
নাই কোনো যার মানে॥

মরীচিকার ফুলের সাথে
মরীচিকার প্রজাপতির মিলন ঘটে ফাল্গুন প্রভাতে।
আজি তোমার যৌবনেরে ঘেরি'
যুগলছায়ার স্বপন খেলা তোমার মধ্যে হেরি॥

মরীচিকা

শ্যামলা

যে-ধরণী ভালোবাসিয়াছি
তোমারে দেখিয়া ভাবি তুমি তারি আছ কাছাকাছি
হৃদয়ের বিস্তীর্ণ আকাশে
উন্মুক্ত বাতাসে
চিত্ত তব স্নিগ্ধ সুগভীর।
হে শ্যামলা, তুমি ধীর,
সেবা তব সহজ সুন্দর,
কর্ম্মেরে বেষ্টিয়া তব আত্মসমাহিত অবসর

মাটির অন্তরে
স্তরে স্তরে
রবিরশ্মি নামে পথ করি',
তারি পরিচয় ফুটে দিবস শর্ব্বরী
তরুলতিকায় ঘাসে,
জীবনের বিচিত্র বিকাশে
তেমনি প্রচ্ছন্ন তেজ চিত্ততলে তব
তোমার বিচিত্র চেষ্টা করে নব নব
প্রাণে মূর্ত্তিময়।
দেয় তারে যৌবন অক্ষয়।

প্রতিদিবসের সব কাজে
সৃষ্টির প্রতিভা তব অক্লান্ত বিরাজে।
তাই দেখি তোমার সংসার
চিত্তের সজীব স্পর্শে সর্ব্বত্র তোমার আপনার ॥

আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণে
মাটির যে-গন্ধ উঠে সিক্ত সমীরণে,
ভাদ্রে যে-নদীটি ভরা কূলে কূলে,
মাঘের শেষে যে-শাখা গন্ধঘন আমের মুকুলে,
ধানের হিল্লোলে ভরা নবীন যে-ক্ষেত,
অশ্বত্থের কম্পিত সঙ্কেত,
আশ্বিনে শিউলিতলে পূজাগন্ধ যে-স্নিগ্ধ ছায়ার
জানি না এদের সাথে কী মিল তোমার ॥

দেখি ব'সে জানালার ধারে,
প্রান্তরের পারে,
নীলাভ নিবিড় বনে
শীত সমীরণে
চঞ্চল পল্লব-ঘন সবুজের 'পরে
ঝিলিমিলি করে
জনহীন মধ্যাহ্নের সূর্য্যের কিরণ,—
তন্দ্রাবিষ্ট আকাশের স্বপ্নের মতন।

দিগন্তে মন্থর মেঘ, শঙ্খ চীল উড়ে যায় চলি'
ঊর্দ্ধশূন্যে, কতমতো পাখীর কাকলী,
পীতবর্ণ ঘাস
শুষ্ক মাঠে, ধরণীর বনগন্ধী আতপ্ত নিঃশ্বাস
মৃদুমন্দ লাগে গায়ে, তখন সে ক্ষণে
অস্তিত্বের যে-ঘনিষ্ঠ অনুভূতি ভরি' উঠে মনে,
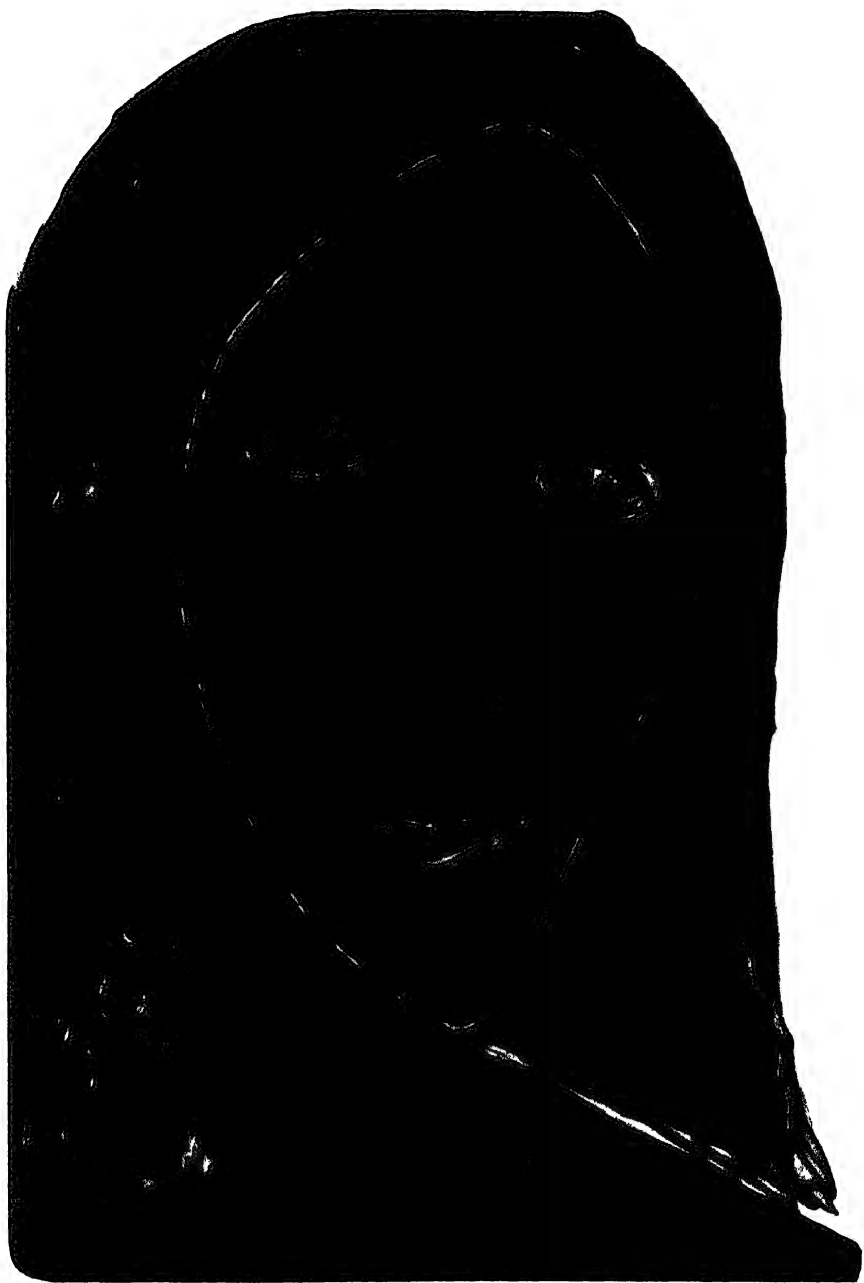
শ্যামলা

প্রাণের যে-প্রশান্ত পূর্ণতা, লভি তাই
যখন তোমার কাছে যাই,
যখন তোমারে হেরি
রহিয়াছ আপনারে ঘেরি
গম্ভীর শান্তিতে,
স্নিগ্ধ সুনিস্তব্ধ চিতে,
চক্ষে তব অন্তর্যামী দেবতার উদার প্রসাদ
সৌম্য আশীর্ব্বাদ ॥

একাকিনী

একাকিনী ব'সে থাকে আপনারে সাজায়ে যতনে
বসনে ভূষণে
যৌবনেরে করে মূল্যবান।
নিজেরে করিবে দান
যার হাতে
সে অজানা তরুণের সাথে
এই যেন দূর হ'তে তার কথা বলা।
এই প্রসাধন কলা,
নয়নের এ কজ্জল-লেখা,
উজ্জ্বল বসন্তীরঙা অঞ্চলের এ বঙ্কিম রেখা
মণ্ডিত করেছে দেহ প্রিয় সম্ভাষণে।
দক্ষিণ পবনে
অস্পষ্ট উত্তর আসে শিরীষের কম্পিত ছায়ায়।
এই মতো দিন যায়,
ফাগুনের গন্ধে ভরা দিন।
সায়াহ্নিক দিগন্তের সীমন্তে বিলীন
কুঙ্কুম আভায় আনে—
উৎকণ্ঠিত প্রাণে
তুলি' দীর্ঘশ্বাস—
অভাবিত মিলনের আরক্ত আভাস॥

একাকিনী
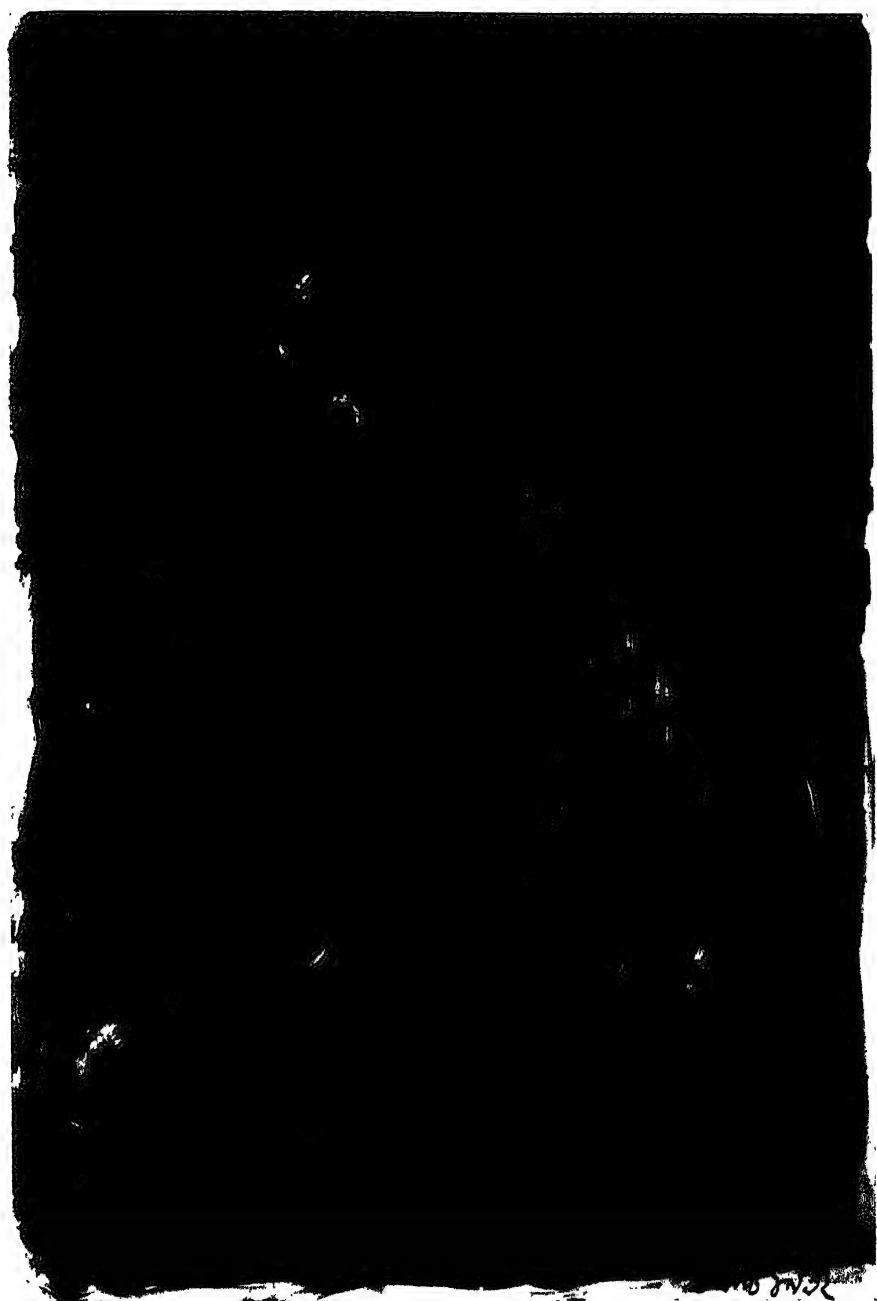
সাজ

এই যে রাঙা চেলি দিয়ে তোমায় সাজানো,
ঐ যে হোথায় দ্বারের কাছে সানাই বাজানো,
অদৃশ্য এক লিপির লিখায়
নবীন প্রাণের কোন্ ভূমিকায়
মিলচে, না জানো ॥

শিশুবেলায় ধূলির 'পরে আঁচল এলিয়ে,
সাজিয়ে পুতুল কাটল বেলা খেলা খেলিয়ে,
বুঝতে নাহি পারবে আজো
আজ কী খেলায় আপনি সাজো,
হৃদয় মেলিয়ে।

অখ্যাত এই প্রাণের কোণে সন্ধ্যাবেলাতে
বিশ্ব-খেলোয়াড়ের খেয়াল নাম্‌ল খেলাতে।
দুঃখ সুখের তুফান লেগে
পুতুল-ভাসান চল্‌ল বেগে
ভাগ্য ভেলাতে ॥

তার পরেতে ভোলার পালা, কথা কবে না,
অসীম কালের পটে ছবির চিহ্ন রবে না।
তার পরেতে জিৎবে ধূলো,
ভাঙা খেলার চিহ্নগুলো
সঙ্গে লবে না॥

রাঙা রঙের চেলি দিয়ে কন্যে সাজানো,
দ্বারের কাছে বেহাগ রাগে সানাই বাজানো,
এই মানে তার বুঝতে পারি
খেয়াল যাঁহার খুসি তাঁরি
জানো না জানো॥

সা:ড

প্রকাশিতা

আজ তুমি ছোটো বটে, যার সঙ্গে গাঁঠছড়া বাঁধা,
যেন তার আধা।
অধিকার গর্ব্বভরে
সে তোমারে নিয়ে চলে নিজ ঘরে।
মনে জানে, তুমি তার ছায়েবানুগতা,
তমাল সে, তার শাখালগ্ন তুমি মাধবীর লতা।
আজ তুমি রাঙা চেলি দিয়ে মোড়া
আগাগোড়া,
জড়োসড়ো ঘোমটায় ঢাকা
ছবি যেন পটে আঁকা।

আসিবে যে আর একদিন,
নারীর মহিমা নিয়ে হবে তুমি অন্তরে স্বাধীন
বাহিরে যেমনি থাক্।
আজিকে এই যে বাজে শাঁখ
এরি মধ্যে আছে গূঢ় তব জয়ধ্বনি।
জিনি লবে তোমার সংসার, হে রমণী,
সেবার গৌরবে।
যে জন আশ্রয় তব তোমারি আশ্রয় সেই লবে।

সঙ্কোচের এই আবরণ দূর ক'রে
সেদিন কহিবে—দেখ মোরে।
সে দেখিবে ঊর্দ্ধে মুখ তুলি'
সুপ্ত হয়ে প'ড়ে গেছে ধূসর সে কুণ্ঠিত গোধূলি,
দিগন্তের পরে স্মিতহাসে
পূর্ণ চন্দ্র একা জাগে বসন্তের বিস্মিত আকাশে।
বুঝিবে সে দেহে মনে
প্রচ্ছন্ন হয়েছে তরু পুষ্পিত লতার আলিঙ্গনে॥

প্রকাশিত্রা

বরবধূ

এ পারে চলে বর, বধূ সে পরপারে
সেতুটি বাঁধা তার মাঝে।
তাহারি 'পরে দান আসিছে ভারে ভারে,
তাহারি 'পরে বাঁশি বাজে।
যাত্রা দুজনার
লক্ষ্য একই তার
তবুও যত কাছে আসে
সতত যেন থাকে
বিরহ ফাঁকে ফাঁকে
তৃপ্তিহারা অবকাশে ॥

সে ফাঁক গেলে ঘুচে থেমে যে যাবে গান,
দৃষ্টি হবে বাধাময়,
যেথায় দূর নাহি সেথায় যত দান
কাছেতে ছোটো হ'য়ে রয়।
বিরহ-নদী-জলে
খেয়ার তরী চলে
বায় সে মিলনের ঘাটে
হৃদয় বারবার
করিবে পারাপার
মিলিতে উৎসব-নাটে।

বেলা যে প'ড়ে এল সূর্য্য নামে ধীরে,
আলোক ম্লান হ'য়ে আসে।
ভাঙিয়া গেছে হাট, জনতাহীন তীরে
নৌকা বাঁধা পাশে পাশে।
এ-পারে বর চলে
পুরানো বটতলে
নদীটি বহি' চলে মাঝে,
বধূরে দেখা যায়
মাঠের কিনারায়
সেতুর 'পরে বাঁশি বাজে॥

বরবদ

ছায়াসঙ্গিনী

কোন্ ছায়াখানি
সঙ্গে তব ফেরে ল'য়ে স্বপ্নরুদ্ধ বাণী
তুমি কি আপনি তাহা জানো।
চোখের দৃষ্টিতে তব রয়েছে বিছানো
আপনা-বিস্মৃত তারি
স্তম্ভিত স্তিমিত অশ্রুবারি॥

একদিন জীবনের প্রথম ফাল্গুনী
এসেছিল, তুমি তারি পদধ্বনি শুনি'
কম্পিত কৌতুকী
যেমনি খুলিয়া দ্বার দিলে উঁকি
আম্রমঞ্জরীর গন্ধে মধুপগুঞ্জনে
হৃদয়স্পন্দনে
একছন্দে মিলে গেল বনের মর্ম্মর।
অশোকের কিশলয়স্তর
উৎসুক যৌবনে তব বিস্তারিল নবীন রক্তিমা।
প্রাণোচ্ছ্বাস নাহি পায় সীমা

তোমার আপনা মাঝে,
সে প্রাণেরি ছন্দ বাজে
দূর নীল বনান্তের বিহঙ্গ সঙ্গীতে,
দিগন্তে নির্জ্জনলীন রাখালের করুণ বংশীতে।
তব বনচ্ছায়ে
আসিল অতিথি পান্থ, তৃণস্তরে দিল সে বিছায়ে
উত্তরী-অংশুকে তার স্বুবর্ণ পূর্ণিমা,
চম্পক বর্ণিমা।
তারি সঙ্গে মিশে'
প্রভাতের মৃদু রৌদ্র দিশে দিশে
তোমার বিধুর হিয়া
দিল উচ্ছ্বাসিয়া॥

তারপর সসঙ্কোচে বন্ধ করি' দিলে তব দ্বার;
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণে উদ্দাম কুন্তলভার
লইলে সংযত করি',—
অশান্ত তরুণ প্রেম বসন্তের পন্থ অনুসরি'
স্খলিত কিংশুক সাথে
জীর্ণ হোলো ধূসর ধূলাতে॥

তুমি ভাবো সেই রাত্রিদিন
চিহ্নহীন
মল্লিকা-গন্ধের মতো,
নির্ব্বিশেষে গত।
জানো না কি যে-বসন্ত সম্বরিল কায়া
তারি মৃত্যুহীন ছায়া

ছায়াসঙ্গিনী

অহর্নিশি আছে তব সাথে সাথে
তোমার অজ্ঞাতে।
অদৃশ্য মঞ্জরী তার আপনার রেণুর রেখায়
মেশে তব সীমন্তের সিন্দূরলেখায়।
সুদূর সে ফাল্গুনের স্তব্ধ সুর
তোমার কণ্ঠের স্বর করি' দিল উদাত্ত মধুর।
যে চাঞ্চল্য হ'য়ে গেছে স্থির
তারি মন্ত্রে চিত্ত তব সকরুণ শান্ত সুগম্ভীর

প্রভেদ

তোমাতে আমাতে আছে তো প্রভেদ
জানি তা বন্ধু জানি,
বিচ্ছেদ তবু অন্তরে নাহি মানি।
এক জ্যোৎস্নায় জেগেছি দু'জনে
সারা-রাত-জাগা পাখীর কূজনে,
একই বসন্তে দোঁহাকার মনে
দিয়েছে আপন বাণী॥

তুমি চেয়ে আছ আলোকের পানে,
পশ্চাতে মোর মুখ—
অন্তরে তবু গোপন মিলনসুখ।
প্রবল প্রবাহে যৌবন বান
ভাসায়েছে দুটি দোলায়িত প্রাণ,
নিমেষে দোঁহারে করেছে সমান
একই আবর্ত্তে টানি'॥

প্রচ্ছদ

সোনার বর্ণ মহিমা তোমার
বিশ্বের মনোহর,
আমি অবনত পাণ্ডুর কলেবর।
উদাস বাতাস পরাণ কাঁপায়ে
অগৌরবের সরম ছাপায়ে
আমারে তোমার বসাইল বাঁয়ে
একাসনে দিল আনি'
নবারুণরাগে রাঙা হ'য়ে গেল
কালো ভেদরেখাখানি

পুষ্পচয়িনী

হে পুষ্পচয়িনী,
ছেড়ে আসিয়াছ তুমি কবে উজ্জয়িনী
মালিনী ছন্দের বন্ধ টুটে'।
বকুল উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে
আজো বুঝি তব মুখমদে।
নূপুর-রণিত পদে
আজো বুঝি অশোকের ভাঙাইবে ঘুম।
কী সেই কুসুম
যা' দিয়ে অতীত জন্মে গণেছিলে বিরহের দিন।
বুঝি সে ফুলের নাম বিস্মৃতি-বিলীন
ভর্ত্তৃ-প্রসাদন ব্রতে যা' দিয়ে গাঁথিতে মালা
সাজাইতে বরণের ডালা।
মনে হয় যেন তুমি ভুলে-যাওয়া তুমি,—
মর্ত্ত্যভূমি
তোমারে যা' ব'লে জানে সেই পরিচয়
সম্পূর্ণ তো নয়।
তুমি আজ
করেছ যে অঙ্গসাজ
নহে সদ্য আজিকার।
কালোয় রাঙায় তার
যে ভঙ্গীটি পেয়েছে প্রকাশ
দেয় বহুদূরের আভাস।

মনে হয় যেন অজানিতে
রয়েছ অতীতে।
মনে হয় যে-প্রিয়ের লাগি'
অবন্তী নগর-সৌধে ছিলে জাগি'
তাহারি উদ্দেশে,
না জেনে সেজেছ বুঝি সে-যুগের বেশে।
মালতীশাখার 'পরে
এই যে তুলেছ হাত ভঙ্গীভরে
নহে ফুল তুলিবার প্রয়োজনে,
বুঝি আছে মনে
যুগ অন্তরাল হ'তে বিস্মৃত বল্লভ
লুকায়ে দেখিছে তব সুকোমল ও-করপল্লব।
অশরীরী মুগ্ধনেত্র যেন গগনে সে
হেরে অনিমেষে
দেহ-ভঙ্গিমার মিল লতিকার সাথে
আজি মাঘী পূর্ণিমার রাতে।
বাতাসেতে অলক্ষিতে যেন কার ব্যাপ্ত ভালোবাসা
তোমার যৌবনে দিল নৃত্যময়ী ভাষা॥

ভীরু

কেন এ কম্পিত প্রেম, অয়ি ভীরু, এনেছ সংসারে,
ব্যর্থ করি' রাখিবে কি তারে।
আলোক-শঙ্কিত তব হিয়া
প্রচ্ছন্ন নিভৃত পথ দিয়া
থেমে যায় প্রাঙ্গণের দ্বারে॥

হায় সে যে পায় নাই আপন নিশ্চিত পরিচয়,
বন্দী তারে রেখেছে সংশয়।
বাহিরে সামান্য বাধা সেও
সে প্রেমেরে কেন করে হেয়,
অন্তরেও তার পরাজয়॥

ওই শোনো কেঁপে ওঠে নিশীথ রাত্রির অন্ধকার,
আহ্বান আসিছে বারম্বার।
থেকো না ভয়ের অন্ধ-ঘেরে
অবজ্ঞা করিয়ো দুর্গমেরে,
জিনি' লহো সত্যেরে তোমার

ভীরু

নিষ্ঠুরকে মেনে লহো সুদুঃসহ দুঃখের উৎসাহে,
প্রেমের গৌরব জেনো তাহে।
দীপ্তি দেয় রুদ্ধ অশ্রুজল,
নষ্ট আশা হয় না নিষ্ফল,
সমুজ্জ্বল করে চিত্তদাহে॥

শীর্ণ ফুল রৌদ্রে পুড়ে কালো হয়, হোক্ না সে কালো,
দীন দীপে নিবুক না আলো।
দুর্ব্বল যে মিথ্যার খাঁচায়
নিত্যকাল কে তারে বাঁচায়,
মরে যাহা মরা তার ভালো॥

আঘাত বাঁচাতে গিয়ে বঞ্চিত হবে কি এ জীবন,
শুধিবে না দুর্ম্মূল্যের পণ।
প্রেম সে কি কৃপণতা জানে,
আত্মরক্ষা করে আত্মদানে,
ত্যাগবীর্য্যে লভে মুক্তিধন॥

যুগল

আমি থাকি একা,
এই বাতায়নে ব'সে এক বৃন্তে যুগলকে দেখা,
সেই মোর সার্থকতা।
বুঝিতে পারি সে কথা
লোকে লোকে কী আগ্রহ অহরহ
করিছে সন্ধান
আপনার বাহিরেতে কোথা হবে আপনার দান।
তা নিয়ে বিপুল দুঃখে বিশ্বচিত্ত জেগে উঠে,
তারি সুখে পূর্ণ হ'য়ে ফুটে
যা কিছু মধুর।
যত বাণী যত সুর,
যত রূপ, তপস্যার যত বহ্নিলিখা,
সৃষ্টি-চিত্তশিখা,
আকাশে আকাশে লিখে
দিকে দিকে
অণুপরমাণুদের মিলনের ছবি।
গ্রহ তারা রবি
যে আগুন জ্বেলেছে তা' বাসনারি দাহ,
সেই তাপে জগৎ প্রবাহ

বগল
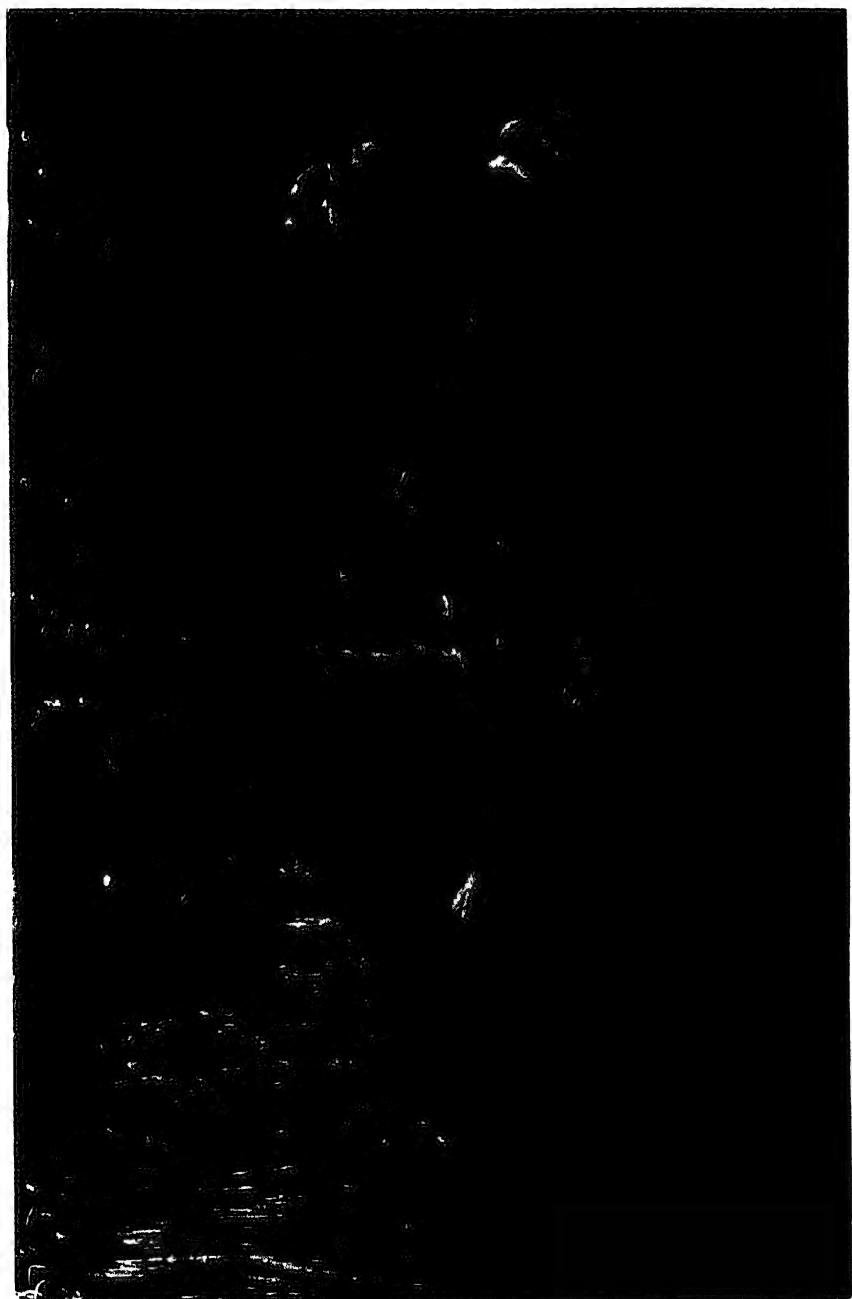
চঞ্চলিয়া চলিয়াছে বিরহমিলন দ্বন্দ্বঘাতে।
দিনরাতে
কালের অতীত পার হোতে
অনাদি আহ্বানধ্বনি ফিরিতেছে ছায়াতে আলোতে।
সেই ডাক শুনে
কত সাজে সাজিয়াছে আজি এ ফাল্গুনে
বনে বনে অভিসারিকার দল,
পত্রে পুষ্পে হয়েছে চঞ্চল,
সমস্ত বিশ্বের মর্ম্মে যে-চাঞ্চল্য তারায় তারায়
তরঙ্গিছে প্রকাশধারায়,
নিখিল ভুবনে নিত্য যে-সঙ্গীত বাজে
মূর্ত্তি নিল বনচ্ছায়ে যুগলের সাজে

বেসুর

ভাগ্য তাহার ভুল করেছে, প্রাণের তানপূরার
গানের সাথে মিল হোলোনা, বেসুরো ঝঙ্কার।
এমন ত্রুটি ঘটল কিসে
আপ্‌নিও তা বোঝে নি সে,
অভাব কোথাও নেই যে কিছুই এই কি অভাব তার

ঘরটাকে তার ছাড়িয়ে গেল ঘরেরই আসবাবে।
মনটাকে তার ঠাঁই দিল না ধনের প্রাদুর্ভাবে।
যা চাই তারো অনেক বেশি
ভিড় ক'রে রয় ঘেঁষাঘেঁষি,
সেই ব্যাঘাতের বিরুদ্ধে তাই বিদ্রোহ তার নাবে॥

সব চেয়ে যা সহজ সেটাই দুর্লভ তার কাছে।
সেই সহজের মূর্ত্তি যে তার বুকের মধ্যে আছে।
সেই সহজের খেলাঘরে
ঐ যারা সব মেলা করে
দূর হতে ওর বদ্ধ জীবন সঙ্গ তাদের যাচে॥

রস্তন

প্রাণের নিঝর স্বভাব ধারায় বয় সকলের পানে
সেটাই কি কেউ ফিরিয়ে দিল উল্টো দিকের টানে।
আত্মদানের রুদ্ধবাণী
বক্ষকপাট বেড়ায় হানি',
সঞ্চিত তার সুধা কি তাই ব্যথা জাগায় প্রাণে॥

আপনি যেন আর কেহ সে, এই লাগে তার মনে,
চেনা ঘরের অচল ভিতে কাটায় নির্ব্বাসনে।
বসন ভূষণ অঙ্গরাগে
ছদ্মবেশের মতন লাগে,
তার আপনার ভাষা যে হায় কয় না আপন জনে॥

আজকে তারে নিজের কাছে পর করেছে কা'রা,
আপন মাঝে বিদেশে বাস, হায় এ কেমন ধারা।
পরের খুসি দিয়ে সে যে
তৈরি হোলো ঘ'ষে মেজে,
আপনাকে তাই খুঁজে বেড়ায় নিত্য আপনহারা॥

স্যাক্‌রা

কার লাগি' এই গয়না গড়াও
যতনভরে।
স্যাক্‌রা বলে, একা আমার
প্রিয়ার তরে।
শুধাই তারে, প্রিয়া তোমার
কোথায় আছে।
স্যাক্‌রা বলে, মনের ভিতর
বুকের কাছে।
আমি বলি, কিনে তো লয়
মহারাজাই।
স্যাক্‌রা বলে, প্রেয়সীরে
আগে সাজাই।
আমি শুধাই, সোনা তোমার
ছোঁয় কবে সে।
স্যাক্‌রা বলে, অলখ ছোঁওয়ায়
রূপ লভে সে।
শুধাই, এ কি একলা তারি
চরণতলে।
স্যাক্‌রা বলে, তারে দিলেই
পায় সকলে।

নীহারিকা

বাদল-শেষের আবেশ আছে ছুঁয়ে
তমাল-ছায়াতলে,
সজ্‌নে গাছের ডাল পড়েছে নুয়ে
দীঘির প্রান্তজলে।
অস্তরবির পথ-তাকানো মেঘে
কালোর বুকে আলোর বেদন লেগে ;—
কেন এমন খনে
কে যেন সে উঠ্‌ল হঠাৎ জেগে
আমার শূন্য মনে॥

"কে গো তুমি, ওগো ছায়ায় লীন,"
প্রশ্ন পুছিলাম।
সে কহিল, "ছিল এমন দিন
জেনেছ মোর নাম।
নীরব রাতে নিসুৎ দ্বিপ্রহরে
প্রদীপ তোমার জ্বেলে দিলেম ঘরে,
চোখে দিলেম চুমো,
সেদিন আমায় দেখলে আলস ভরে
আধ-জাগা আধ-ঘুমো

আমি তোমার খেয়াল-স্রোতে তরী,
প্রথম দেওয়া খেয়া,
মাতিয়েছিলেম শ্রাবণশর্ব্বরী
লুকিয়ে-ফোটা কেয়া।
সেদিন তুমি নাওনি আমায় বুঝে,
জেগে উঠে' পাওনি ভাষা খুঁজে',
দাওনি আসন পাতি',
সংশয়িত স্বপন সাথে যুঝে'
কাট্‌ল তোমার রাতি॥

তারপরে কোন্ সব-ভুলিবার দিনে
নাম হোলো মোর হারা।
আমি যেন অকালে আশ্বিনে
এক পশলার ধারা।
তারপরে তো হোলো আমার জয় ;—
সেই প্রদোষের ঝাপসা পরিচয়
ভরল তোমার ভাষা,
তারপরে তো তোমার ছন্দোময়
বেঁধেছি মোর বাসা॥

চেনো কিম্বা নাই বা আমায় চেনো,
তবু তোমার আমি।
সেই সেদিনের পায়ের ধ্বনি জেনো
আর যাবে না থামি'

নীহারিকা

যে-আমারে হারালে সেই কবে
তারই সাধন করে গানের রবে
তোমার বীণাখানি।
তোমার বনে প্রোল্লোল পল্লবে
তাহার কানাকানি॥

সেদিন আমি এসেছিলেম একা
তোমার আঙিনাতে।
দুয়ার ছিল পাথর দিয়ে ঠেকা
নিদ্রা-ঘেরা রাতে।
যাবার বেলা সে-দ্বার গেছি খুলে'
গন্ধ-বিভোল পবন-বিলোল ফুলে,
রং-ছড়ানো বনে,—
চঞ্চলিত কত শিথিল চুলে
কত চোখের কোণে।

রইল তোমার সকল গানের সাথে
ভোলানামের ধুয়া।
রেখে গেলেম সকল প্রিয় হাতে
এক নিমেষের ছুঁয়া॥
মোর বিরহ সব মিলনের তলে
রইল গোপন স্বপন অশ্রুজলে,—
মোর আঁচলের হাওয়া
আজ রাতে ঐ কাহার নীলাঞ্চলে
উদাস হয়ে ধাওয়া॥"

কালো ঘোড়া

কালো অশ্ব অন্তরে যে সারারাত্রি ফেলেছে নিশ্বাস
সে আমার অন্ধ অভিলাষ।
অসাধ্যের সাধনায় ছুটে যাবে ব'লে
দুর্গমেরে দ্রুত পায়ে দ'লে,
খুরে খুরে খুঁড়েছে ধরণী
করেছে অধীর হ্রেষাধ্বনি

ও যেনরে যুগান্তের কালো অগ্নিশিখা,
কালো কুজ্ঝটিকা।
অকস্মাৎ নৈরাশ্য আঘাতে
দ্বার মুক্ত পেয়ে রাতে
দুর্দ্দাম এসেছে বাহিরিয়া।
যারে নিয়ে এল সে যে ব্যথায় মূর্চ্ছিত মোর প্রিয়া,
বাহিরে না স্থান পেয়ে
ধ্যানের আসন ছিল ছেয়ে॥

এ অমাবস্যায়
বল্গাহারা কালো অশ্ব ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়।
কালো চিন্তা মম
আত্মঘাতী ঝঞ্ঝাসম
বিস্মৃতির চির-বিলুপ্তিতে
চলে ঝাঁপ দিতে
নিরঙ্কিত পথ বেয়ে।
যাক্ ধেয়ে।
সৃষ্টিহীন দৃষ্টিহীন রাত্রিপারে
ব্যর্থ দুরাশারে
নিয়ে যাক্—
অন্তিম শূন্যের মাঝে নিশ্চল নির্ব্বাক্।
তারপরে বিরহের অগ্নিস্নানে শুভ্র মন
রৌদ্রস্নাত আশ্বিনের বৃষ্টিশূন্য মেঘের মতন
উন্মুক্ত আলোকে
দীপ্তি পাক্ সুনির্ম্মল শোকে।

অনাগতা

এসেছিল বহু আগে যারা মোর দ্বারে,
যারা চ'লে গেছে একেবারে,
ফাগুন মধ্যাহ্ন বেলা শিরীষ ছায়ায় চুপে চুপে
তারা ছায়ারূপে
আসে যায় হিল্লোলিত শ্যাম দুর্ব্বাদলে।
ঘন কালো দীঘিজলে
পিছনে ফিরিয়া চাওয়া আঁখি জ্বলোজ্বলো
করে ছলোছলো।
মরণের অমরতালোকে
ধূসর আঁচল মেলি' ফিরে তার গেরুয়া আলোকে

যে এখনো আসে নাই মোর পথে,
কখনো যে আসিবে না আমার জগতে,
তার ছবি আঁকিয়াছি মনে,—
একেলা সে বাতায়নে
বিদেশিনী জন্মকাল হোতে।
সে যেন শেঁউলি ভাসে ক্ষীণ মৃদু স্রোতে,
কোথায় তাহার দেশ
নাই সে উদ্দেশ।

চেয়ে আছে দূর পানে
কার লাগি' আপনি সে নাহি জানে।
সেই দূর ছায়ারূপে রয়েছে সে
বিশ্বের সকল শেষে
যে আসিতে পারিত, তবুও
এলো না কভুও।
জীবনের মরীচিকা দেশে
মরু-কন্যাটির আঁখি ফিরে ভেসে ভেসে

ঝাঁকড়াচুল

ঝাঁক্‌ড়া চুলের মেয়ের কথা কাউকে বলি নি,
কোন্ দেশে যে চ'লে গেছে সে চঞ্চলিনী।
সঙ্গী ছিল কুকুর কালু,
বেশ ছিল তার আলুথালু,
আপনা 'পরে অনাদরে ধূলায় মলিনী॥

ছুটোপাটি ঝগড়াঝাঁটি ছিল নিষ্কারণেই,
দীঘির জলে গাছের ডালে গতি ক্ষণেক্ষণেই।
পাগলামি তার কানায় কানায়,
খেয়াল দিয়ে খেলা বানায়,
উচ্চহাসে কলভাষে কলকলিনী॥

দেখা হ'লে যখন তখন বিনা অপরাধে
মুখভঙ্গী করত আমায় অপমানের ছাঁদে।
শাসন করতে যেমন ছুটি
হঠাৎ দেখি ধূলায় লুটি'
কাজল আঁখি চোখের জলে ছল-ছলিনী॥

ঝাঁকড়াচুল

আমার সঙ্গে পঞ্চাশবার জন্মশোধের আড়ি,
কথায় কথায় নিত্যকালের মতন ছাড়াছাড়ি।
ডাক্‌লে তারে "পুঁট্‌লী" ব'লে
সাড়া দিত মরজি হ'লে,
ঝগড়া দিনের নাম ছিল তার স্বর্ণনলিনী॥

দ্বিধা

বাহিরে যার বেশভূষার ছিল না প্রয়োজন
হৃদয়তলে আছিল যার বাস,
পরের দ্বারে পাঠাতে তারে দ্বিধায় ভরে মন
কিছুতে হায় পায় না আশ্বাস।
সবুজ বনে নীল গগনে
মিশায় রূপ সবার সনে,
পাখীর গানে পরায় যারে সাজ
ছিন্ন হ'য়ে সে ফুল একা
আকাশহারা দিবে কি দেখা
পাথরে গাঁথা প্রাচীর মাঝে আজ

চন্দনের গন্ধ জলে মুছালো মুখখানি,
নয়নপাতে কাজল দিল আঁকি'।
ওষ্ঠাধরে যতনে দিল রক্তরেখা টানি'
কবরী দিল করবী মালে ঢাকি'।
ভূষণ যত পরালো দেহে
তাহারি সাথে ব্যাকুল স্নেহে
মিলিল দ্বিধা, মিলিল কত ভয়।
প্রাণে যে ছিল সুপরিচিত
তাহারে নিয়ে ব্যাকুল চিত
রচনা করে চোখের পরিচয়॥

যাত্রা

রাজা করে রণযাত্রা,
বাজে ভেরী বাজে করতাল,
কম্পমান বসুন্ধরা।
মন্ত্রী ফেলি' ষড়যন্ত্রজাল
রাজ্যে রাজ্যে বাধায় জটিল গ্রন্থি।
বাণিজ্যের স্রোত
ধরণী বেষ্টন করে জোয়ার ভাঁটায়।
পণ্য-পোত
ধায় সিন্ধু পারে পারে।
বীরকীর্ত্তিস্তম্ভ হয় গাঁথা
লক্ষ লক্ষ মানব-কঙ্কাল স্তূপে,
ঊর্দ্ধে তুলি' মাথা
চূড়া তার স্বর্গপানে হানে অট্টহাস।
পণ্ডিতেরা
আক্রমণ করে বারম্বার
পুঁথির প্রাচীর ঘেরা
দুর্ভেদ্য বিদ্যার দুর্গ।
খ্যাতি তার ধায় দেশে দেশে।

হেথা গ্রামপ্রান্তে নদী বহি' চলে প্রান্তরের শেষে
ক্লান্ত স্রোতে।
তরীখানি তুলি' লয়ে নব বধূটিরে
চলে দূর পল্লিপানে।
সূর্য্য অস্ত যায়।
তীরে তীরে
স্তব্ধ মাঠ।
দুরু দুরু বালিকার হিয়া।
অন্ধকারে
ধীরে ধীরে সন্ধ্যাতারা দেখা দেয় দিগন্তের ধারে॥

যাত্রা

দ্বারে

একা তুমি নিঃসঙ্গ প্রভাতে,
অতীতের দ্বার রুদ্ধ তোমার পশ্চাতে
সেথা হোলো অবসান
বসন্তের সব দান,
উৎসবের সব বাতি নিবে গেল রাতে ॥

সেতারের তার হোলো চুপ,
শুষ্কমালা, ভস্মশেষ দগ্ধ গন্ধধূপ।
করবীর ফুলগুলি
ধূলিতে হইল ধূলি,
লজ্জিত সকল সজ্জা বিরস বিরূপ।

সম্মুখে উদাস বর্ণহীন
ক্ষীণছন্দ মন্দগতি তব রাত্রিদিন।
সম্মুখে আকাশ খোলা,
নিস্তব্ধ, সকল-ভোলা,
মত্ততার কলরব শান্তিতে বিলীন

আভরণহারা তব বেশ,
কজ্জলবিহীন আঁখি রুক্ষ তব কেশ।
শরতের শেষ মেঘে
দীপ্তি জ্বলে রৌদ্র লেগে,
সেই মতো শোক-শুভ্র স্মৃতি অবশেষ

তবু কেন হয় যেন বোধ
অদৃষ্ট পশ্চাৎ হোতে করে পথরোধ।
ছুটি হোলো যার কাছে
কিছু তার প্রাপ্য আছে,
নিঃশেষে কি হয় নাই সব পরিশোধ॥

সূক্ষ্মতম সেই আচ্ছাদন,
ভাষাহারা অশ্রুহারা অজ্ঞাত কাঁদন।
দুর্লঙ্ঘ্য যে সেই মানা
স্পষ্ট যারে নেই জানা,
সব চেয়ে সুকঠিন অবন্ধ বাঁধন॥

যদি বা ঘুচিল ঘুমঘোর,
অসাড় পাখায় তবু লাগে নাই জোর
যদি বা দূরের ডাকে
মন সাড়া দিতে থাকে
তবুও বারণে বাঁধে নিকটের ডোর॥

মুক্তিবন্ধনের সীমানায়
এমনি সংশয়ে তব দিন চ'লে যায়।
পিছে রুদ্ধ হোলো দ্বার,
মায়া রচে ছায়া তার,
কবে সে মিলাবে আছ সেই প্রতীক্ষায়॥

কন্যা বিদায়

জননী, কন্যারে আজ বিদায়ের ক্ষণে
আপন অতীতরূপ পড়িয়াছে মনে
যখন বালিকা ছিলে।
মাতৃক্রোড় হোতে
তোমারে ভাসালো ভাগ্য দূরতর স্রোতে
সংসারের।
তারপর গেল কত দিন
দুঃখে সুখে,
বিচ্ছেদের ক্ষত হ'ল ক্ষীণ।
এ জন্মের আরম্ভ ভূমিকা—সঙ্কীর্ণ সে
প্রথম উষার মতো—ক্ষণিক প্রদোষে
মিলাইল ল'য়ে তার স্বর্ণ কুহেলিকা।
বাল্যে পরেছিলে শুভ্র মাঙ্গল্যের টীকা,
সিন্দূর-রেখায় হোলো লীন।
সে রেখাটি
জীবনের পূর্ব্বভাগ দিল যেন কাটি'।
আজ সেই ছিন্নখণ্ড ফিরে এল শেষে
তোমার কন্যার মাঝে অশ্রুর আবেশে॥

বিদায়

তোমার আমার মাঝে হাজার বৎসর
নেমে এলো, মুহূর্ত্তেই হোলো যুগান্তর।
মাথায় ঘোমটা টানি'
যখনি ফিরালে মুখখানি
কোনো কথা নাহি বলি',
তখনি অতীতে গেলে চলি',
যে অতীতে অসীম বিরহে
ছায়া সম রহে
বর্ত্তমানে যারা
হয়েছে প্রেমের পথহারা।
যে-পারে গিয়েছ হোথা
বেশি দূর নহে এখনো তা।
ছোটো নির্ঝরিণী শুধু বহে মাঝখানে
বিদায়ের পদধ্বনি গাঁথে সে করুণ কলগানে।
চেয়ে দেখি অনিমিখে
তুমি চলিয়াছ কোন্ শিখরের দিকে ;

যেন স্বপ্নে উঠিতেছ ঊর্দ্ধপানে,
যেন তুমি বীণাধ্বনি, শান্ত সুরে তানে
চলিয়াছ মেঘলোকে।
আজি মোর চোখে
কাছের মূর্ত্তির চেয়ে দূরের মূর্ত্তিতে তুমি বড়ো।
অনেক দিনের মোর সব চিন্তা করিয়াছি জড়ো,
সব স্মৃতি
অব্যক্ত সকল প্রীতি, ব্যক্ত সব গীতি,
উৎসর্গ করিনু আজি, যাত্রী তুমি, তোমার উদ্দেশে
স্পর্শ যদি নাই করো যাক্ তবে ভেসে॥

বিদায়

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা

১৩২ আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ॥০
১৩২।১এ জলযোগ ১৲
১৩২।১বি পাইওনিয়ার স্টু কো ।০
১৩২।৩এ টি, পি, দাস এণ্ড কোং ।০
১৩৩ দত্ত বেকারী ॥০
„ অরফ্যান টি সিণ্ডিকেট ১৲
„ প্যারাডাইজ আর্ট গ্যালারী ॥০
„ রাম ভরত ॥০
১৩৪ ক্যালকাটা ষ্টোর্স এজেন্সি ।০
„ শ্যাম বাজার ইলেঃ এজেন্সী ।০
১৩৪।১এ প্রভা ষ্টোর্স ।০
১৩৪।২ সাইট হোম ॥০
১৩৪।৩এ ঘোষ এণ্ড কোং ॥০
১৩৬।৩বি দরবেশ ষ্টোর্স ।০
১৩৭এ ন্যাশনাল ভ্যারাইটি ষ্টোর্স ২৲
১৩৭।১ জিতু ।০

১৩৭।১এ বসন্ত মাইতি ১৲
„ দেওশরণ ।০
„ আকুল সাউ ॥০
„ তারকেশ্বর মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ১৲
„ নারায়ণ সাউ ॥০
১৩৮।১ শয্যাশ্রী ।০
১৩৯ বি মানিক লাল শীল ।০
১৪১ আলোক হোসিয়ারী ॥০
„ বিমল ব্রাদার্স ॥০

কাঁটাপুকুর লেন

৫।১এ উমারাণী মিত্র ১৲
„ দীপঙ্কর মিত্র ॥০

কীর্ত্তি মিত্র লেন

৮।১বি সুকুমার দত্ত ১০৲

কৃষ্ণরাম বসু ষ্ট্রীট

১।১বি এস, সি, বসু ১৲

রাধা ফিল্মসের

পৌরানিক চিত্রগাথা

সাবিত্রী সত্যবান

পরিচালনা—দিলীপ মুখার্জ্জী

ছায়াবানীর পরিবেশনা

১।৩ মন্মথনাথ ঘোষ ॥০
৬ রাজেন ঘোষ ॥০
„ তপতী বসু ১৲
১০এ কমল কৃষ্ণ নাগ ১৲
১০সি কমল কৃষ্ণ বসু মল্লিক ১৲
১১ ডাঃ এইচ, পি, ভট্টাচার্য্য ১৲
১৪ শ্যামসুন্দর পাল ॥০
১৫ নন্দ ব্যানার্জ্জি ।০
১৯ শিবনাথ মিত্র ১৲
২৩ ধীরেন ঘোষ ॥০
২৭।১ যোগেশ্বর বাবু ১৲
২৫ এন, সি, দত্ত ১৲

গোপাল বিশ্বাস লেন

২এ সুশীল মিত্র ১৲
২সি ফণীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী ॥০
৫ রমেশ নিয়োগী ॥০
৬ সুনীত প্রকাশ কর ১৲

৮।১ শশীভূষণ দাস ॥০

চৌধুরী লেন

৩ কালী চরণ দে ১৲
৪ মানিক চক্রবর্ত্তী ১৲
৫এ গোবিন্দ দত্ত ॥০
৮এ অজিত চক্রবর্ত্তী ১৲
৮বি এম, বি, রায় ১৲
১২ শরৎ চ্যাটার্জ্জি ১৲
১৪ রবীন দাস ১৲
„ গোবর্দ্ধন গুপ্ত ॥০
২০।১।১বি আশুতোষ চ্যাটার্জ্জি ২৲
২৭ সমর সেন ১৲
২৭।১ সারদা চৌধুরী ২৲
২৯।১।১বি কৃষ্ণপদ ঘোষ ॥০
„ বিষ্ণুপদ ঘোষ ॥০
৩০এ ধীরেন ব্যানার্জ্জি ॥০
„ সনৎ মিত্র ॥০
৩০বি শীতেশ কর ১৲

সন্ধ্যারাণী—বিকাশ রায় অভিনীত

১৯৫৪ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টি

ছায়াচিত্র পরিষদের

শুভ যাত্রা

পরিচালনা—চিত্ত বসু পরিবেশনা—ছায়াবাণী

তেলিপাড়া লেন

১|১	নিশানাথ শ্রীমানী	।।০
১|১সি	হরিদাস রায় চৌধুরী	।।০
২বি	বিষ্ণু চরণ তর্করত্ন	।০
৩	গোপাল ভট্টাচার্য্য	১৲
৪|১	প্রদীপ ভট্টাচার্য্য	১৲
,,	সুকুমার ভট্টাচার্য্য	।।০
,,	অশ্বিনীকুমার দত্ত	।০
৫এ	সরোজকুমার ভট্টাচার্য্য	।।০
৫সি	কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য্য	।।০
৬	কানাইলাল ভট্টাচার্য্য	।।০
৬বি	কমলা প্রসন্ন ঘোষ	।।০
,,	জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়	।।০
৭	শচীন্দ্র পাকড়ে	।০
,,	মদন মোহন বেজ	।০
,,	সুরথনাথ বসাক	।।০
,,	পাঁচু গোপাল দাস	।০
৭|১এ	দেবেন ভড়	১৲
৭|১বি	এস, এন, ভড়	২৲
৭|৩বি	শৈলেশচন্দ্র মিত্র	।।০
৯	যতীন্দ্রনাথ পাল	১৲
৯|১এ	শরৎচন্দ্র দত্ত	।।০
৯|১বি	প্রতিভা সেনগুপ্ত	।।০
৯|১সি	হরেন্দ্রনাথ দত্ত	।।০
,,	ভূতনাথ গোস্বামী	।০
১০	অলোকনাথ গুপ্ত	।।০
১১	মাধব বসাক	২৲
১১|১	ফণীন্দ্রনাথ দত্ত	।।০
,,	প্রবোধ চ্যাটার্জি	১৲
১১|২	সুবোধ চ্যাটার্জি	।।০
,,	দিলীপ মজুমদার	১৲
১২	দেবীদাস ব্যানার্জ্জী	১৲
,,	বঙ্কিম ব্যানার্জ্জী	১৲
১৩	অমলা দে	১০১৲
১৫	রবীন্দ্রনাথ মিত্র	২৲
১৬	এস, বসু	১৲
১৭	স্বরাজ মুখার্জ্জী	।।০
১৮এ	ক্ষেত্র চরণ মুখার্জ্জী	১৲
১৮বি	অরুণ প্রকাশ মুখার্জ্জী	১৲
১৯বি	নরেশ ঠাকুর	১৲

দুধ ঘর

৩৮ সি, রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা-৪

৮২|২এ	পাদুকা সদন	।।০
,,	সদানন্দ	।০
,,	শ্রীদুর্গা ভাণ্ডার	।।০
,,	ন্যাশনাল মিউজিক মার্ট	১৲
,,	বিনামালয়	।।০
,,	মলয় গ্রীল	।০
,,	সুরথ কুমার দাস	।০
,,	মীরা পাদুকা প্রতিষ্ঠান	।।০
৮৩|৩বি	শ্যামসুন্দর বস্ত্রালয়	।।০
,,	নারায়ণ বস্ত্রালয়	।।০
৮২|৪এ	নরহরি রথ	।০
,,	ক্যালকাটা সু ষ্টোর্স	১৲
৮৩|১	বিশ্বনাথ বস্ত্রালয়	।।০
,,	পলি ফটো ষ্টুডিও	।।০
৮৩|২|৪ই	বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্	।।০
,,	ডি, বর্ম্মণ	।।০
৮৪	মুর্শিদাবাদ ডেয়ারী	।।০
,,	তন্তু শিল্পালয়	।।০
৮৬|১	দিলরুবা	।০
৮৭|৪	হিন্দুস্থান টেক্সটাইলস	।০
৮৭|৫	জগৎ জ্যোতিঃ প্রিন্টিং	।০
৯৩	মনার্ক সাইকেল ষ্টোর্স	।।০
৯৪	পপুলার হেয়ার কাটিং সেলুন	।০
,,	কালীগঙ্গা ক্লথ ষ্টোর্স	।।০
৯৫	ফ্রেণ্ডস্ কেবিন	২৲
৯৭এ	দাশগুপ্ত লেদার ওয়ার্কস	।।০
,,	ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স	।।০
৯৯	নব পদশ্রী	।।০
৯৯এ	দাস সু কোং	।।০
১০০	পাদুকা শিল্প সদন	।।০
১৩১	জাতীয় বিপনী	।।০
,,	শ্রীগুরু ভাণ্ডার	।।০
১৩১	ডি, জি, এস, নিরোগী	।।০
১৩১|১এ	ইয়ং ফ্রেণ্ডস কোং	।।০
১৩২	এন, সি, দে	।০

'উদয়ের পথে' খ্যাত

উদয়ীমান লেখক জ্যোতির্ম্ময় রায়ের

শঙ্খ বাণী

একমাত্র পরিবেশক—ছায়াবাণী

চাঁদার তালিকা

	আনন্দ লেন	
৭।২	কিরণ চন্দ্র বসু	১৲
১৫এ	ভোলানাথ নন্দন	॥০
	কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট	
৮০	ইষ্টবেঙ্গল ষ্টোর্স	১৲
"	সূর্য্য বস্ত্রালয়	২৲
"	কে, এল, দত্ত এণ্ড কোং	২৲
৮১	নিউ আঁটপুর বস্ত্রালয়	॥০
"	অন্নপূর্ণা বস্ত্রালয়	০
"	আর এন, দত্ত এণ্ড কোং	।০
"	কল্যাণী বস্ত্রালয়	।০
"	পাল ব্রেণ্ডস্	॥০
"	বেঙ্গল হোসিয়ারী টেক্সটাইলস্	॥০
"	চন্দ্রমোহন সেন	॥০
"	হাতিবাগান ষ্টোর্স	।০

৮২এ	পাদুকা ভবন	॥০
৮২।১	নিতাই মহাজাতি ষ্টোর্স	।০
"	মুখার্জি ব্রাদার্স	॥০
৮২।১।১	তাঁত শিল্পালয়	॥০
"	হীরালাল সাউ	॥০
"	পদসাথী	॥০
৮২।২এ	ফটো বিউটি	॥০
"	শম্ভুনাথ বসাক	১৲
"	অরোরা হোটেল	॥০
"	সর্দ্দার হিন্দু হোটেল	॥০
"	গোবিন্দ দাস বর্ম্মন	॥০
"	ভাবতলক্ষ্মী ষ্টোর্স	১৲
"	ইণ্টারন্যাশনাল ষ্টেশনার্স	॥০
"	দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার	১৲
"	জানা	।০
"	ক্রাউন মিউজিক হাউস	১৲
"	বেঙ্গল ষ্টেশনারী	।০

১৯বি	চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	।০
১৯সি	বৈদ্যনাথ দত্ত	২৲
১৯ডি	মানদা চরণ গুপ্ত	৩৲
১৯ই	ডাঃ কে, গাঙ্গুলী	২৲
২০	পতিত পাবন মুখার্জ্জি	॥০
২১	সুবোধচন্দ্র দত্ত	১৲
"	নিতাইচন্দ্র চন্দ	॥০
"	নিরঞ্জন সিংহ	॥০
২২এ	সুরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৲
২৩	দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার	১৲
২৪	৺কালী চরণ দাস	১৲
২৬এ	সুবর্ণ বায় চৌধুরী	।০
২৭	অরুণকুমার বসাক	১৲
"	বিধুভূষণ বসাক	॥০
"	নাবারণ বসাক	১৲
২৭এ	রাধানাথ মল্লিক	১৲
২৭বি	ডি, সি, সরকার	১৲

"	এস, এন, রায়	।০
২৮বি	মধুসূদন বসাক	॥০
২৯	নিখিল বিনোদ ঘোষ	১৲
২৯।১	হরি গোপাল মিত্র	১৲
"	কল্যাণী ঠাকুর	।০
"	সুশান্ত লাহিড়ী	॥০
"	হেমন্তকুমার বসু	॥০
"	অজিত ঠাকুর	॥০
৩০।১	সুহাস মুখার্জ্জি	॥০
৩১	কিরণ মুখার্জ্জি	॥০
৩২	৺ননীগোপাল মুখার্জ্জি	১৲
"	বিভূতি ভট্টাচার্য্য	১৲
৩২।১	দাশরথি চ্যাটার্জ্জি	॥০
৩৩এ	মানিক ব্যানার্জ্জি	॥০
৩৪এ	নির্ম্মল রায়	॥০
৩৪সি	তার পদ ব্যানার্জ্জি	॥০
৩৫বি	চৈতন্য দেব ব্যানার্জ্জি	।০

(১৪) "মণ্টিস্" ভোগ বিতরণের জন্য কাগজের বাক্স দিয়াছিলেন।

(১৫) লিলি বিস্কুট কোং লিঃ কর্মিদের জন্য বিস্কুট দিয়াছিলেন।

(১৬) জেনারেল লেড্ ব্যাটারীজ কোং লিঃ বিসর্জ্জনের গাড়ী সজ্জার জন্য ব্যাটারী দিয়াছিলেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

যে সকল প্রতিষ্ঠান গত বৎসর পুস্তিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা এইঅনুষ্ঠানে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ও সক্রীয় সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদের আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।